A. T. Choudhury

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

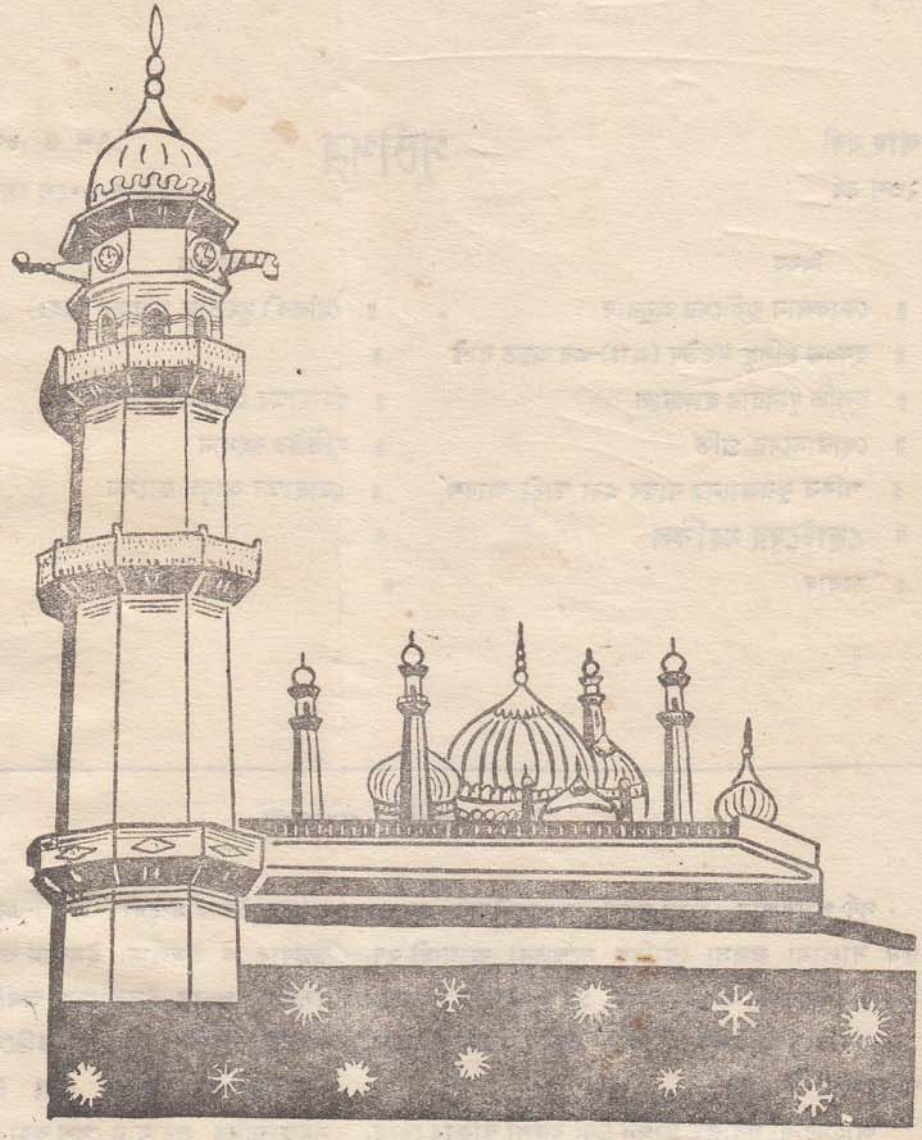

সম্পাদক ঃ—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা ১৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৯ঃ অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা
১৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৬৯
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী		৩৭১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩৭২
খোদ্দামদের প্রতি	মতিউর রহমান	৩৭৩
পবিত্র কুরআনের বাস্তব এবং স্থায়ী আদর্শ	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	৩৭৪
ছোটদের মহফিল		৩৭৬
সংবাদ		(৩য় কভার)

জরুরী ঘোষণা

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪৯-৫০তম সালানা জলসা (বার্ষিক সম্মেলন) আগামী ২৭, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ ১৯৭০ ইসাব্দ যথাক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ রোজ শুক্রবার, শনিবার ও রবিবারে—

আহ্‌মদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গন ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে।

এই জলসায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়া তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিবেন এবং কোরআনের ফজিলত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ, বিভিন্ন ধর্মে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, জড়বাদ ও ইসলাম, ইসলাম ও বিশ্ব-শান্তি, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তৃতা করিবেন। বিশ্বের সমস্যাদি উত্থাপন করা হইবে এবং ইসলামের আলোকে সমস্যাগুলির সমাধান পেশ করা হইবে। জনসাধারণকে এই জলসায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

মুহম্মদ শামসুর রহমান
এল-এল-বি, (লণ্ডন), বার-এট-ল.
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২৩শ বর্ষ : ১৫ই ও : ১৯৬৯ সন : ১৫ই ও : ১৩৪৮ হিজরী শামসী : ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা
৩০শে জানুয়ারী : ৩০শে ফতাহ :

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইবরাহীম

৪র্থ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৩ ॥ এবং যখন সমস্ত বিষয় মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান লোকদিগকে বলিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের সঙ্গে অটল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তৎপর আমি তোমাদের সঙ্গে (উহার) অন্যথা করিয়াছি। বস্তুতঃ

তোমাদের উপর আমার কোন অধিপত্য ছিল না, শুধু আমি তোমাদিগকে (আমার মতের দিকে) আহ্বান করিয়াছিলাম অনন্তর তোমরা আমার আহ্বান গ্রহণ করিয়াছিলে অতএব তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না বরং তোমরা নিজদিগকে তিরস্কার কর। (এখন) আমি তোমাদের কোন আর্ত্তনাদ শুনিতে পারিব না এবং তোমরাও আমার কোন আর্ত্তনাদ শুনিতে পারিবে না, তোমরা যে আমাকে (আল্লার) শরীক বানাইয়া নিয়াছিলে নিশ্চয় আমি তাহা প্রথম হইতেই অস্বীকার করিয়াছি। নিশ্চয় (এরূপ শরীকগঠনকারী) অত্যাচারীদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি (নির্দ্ধারিত) আছে।

২৪॥ এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা সময়োপযগী সৎকর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর আদেশ ক্রমে এমন সব বাগানে প্রবেশ করান হইবে যাহার নিম্নদিয়া নদীসকল প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, সেখানে তাহাদের (পরস্পরের) অভিবাদন হইবে। "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক" (এই আশীষ বাণী)।

২৫॥ (হে পাঠক) তুমি কি (চিন্তা করিয়া) দেখ নাই আল্লাহ্ কেমনভাবে উপমা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পবিত্র বাক্য পবিত্র বৃক্ষ তুল্য যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে নিহিত এবং উহার (প্রত্যেকটি) শাখা আকাশ (চুম্বিত)।

২৬॥ উহা প্রতিক্ষণ স্বীয় প্রভুর আদেশ আপন ফল সমূহ প্রদান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা সমূহ বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ লাভ করে।

২৭। এবং অপবিত্র বাক্যের উপমা মন্দ বৃক্ষ তুল্য ভুমির উপর (সমূল) উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। যাহার (কোথাও) কোন অবস্থান নাই।

২৮। যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সুদৃঢ় (পবিত্র) বাক্য দ্বারা এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরকালেও (প্রতিষ্ঠিত করিবেন)। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘন কারীদিগকে ধ্বংসের দেন। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা যাহারা

বাক্য দ্বা

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

প্রত্যেক একশত বৎসরে মোজাদ্দেদ

মুসলমান মাত্রই জানে এবং সম্ভবতঃ কোন লোকেরই একথা অজানা নাই যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সল্লেলাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলিয়াছেন,

ان الله يبعث لهذه الامت على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها *

(سنن ابو داؤد و مشكوة جلد ١)

'প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয়ই মোজাদ্দেদ পাঠাইবেন। ধর্মের যে অংশে কোন প্রকার অনাচার দেখা দিবে, তিনি সেই অংশের সংস্কার করিবেন।'

ان نحن نزلنا الذكر و انا له لحفظون *

"আমরাই এই কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই ইহার রক্ষক।"

(সুরা আল-হাজার, দ্বিতীয় রুকু)।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মোজাদ্দেদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে ওহি পাইয়া রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তদনুযায়ী ধর্মের সংস্কার ও সজীবতা সাধন করিবার জন্য বর্তমান শতাব্দীতে একজন মোজাদ্দেদ আসা আবশ্যক। অথচ শতাব্দী শেষ হইয়া উনিশ (বর্তমানে ৮৯*) বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্র নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া তাঁহার মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবী ঘোষণা করিবার পূর্বেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উচিত ছিল অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অনুসন্ধান করা এবং তাঁহার নিকট 'আমি খোদাতায়ালার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আসিয়াছি' এই শুভ সংবাদ শুনিবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত থাকা।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মসিহ ও মাহদী (আঃ)

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর এই উম্মতে ওলি দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কাশফ, রোইয়া ও এল্হামের ইঙ্গিত এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই বিরাট প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসিবেন, যাহাকে হাদিসের কেতাব সমূহে 'মসিহ্ ও মাহ্দী' (আঃ) নাম দেওয়া হইয়াছে।

لا المهدى الا عيسى بن مريم *

অর্থাৎ "ইসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহ্দী নাই।" যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দিবার লোক অল্পই দেখা গিয়াছে।

ফল কথা, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় যে একজন মোজাদ্দেদ আসেন, একথা নূতন বা লোকের অজানা নহে।

আল্লাহ্তায়ালার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীতেও মোজাদ্দেদ আসা আবশ্যক ছিল। অথচ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ (বর্তমানে ৮৯ *) বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

---

* প্রকাশক।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কিসের অভাব ঃ

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন হতে গত ১৬ই আগষ্ট [১৯৬৯] ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪ লাখ অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো ঃ

"১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৪৪ লাখ মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে ফেডারেল গোয়েন্দা ব্যুরো তথ্য প্রকাশ করে।

ফেডারেল গোয়েন্দা ব্যুরো প্রধান মিঃ এডগার হুভার বলেন যে, ১৯৬৭ সালের পর থেকে কিশোর অপরাধ শতকরা ১২২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। গেল বছর প্রতি পঞ্চাশজন আমেরিকানের মধ্যে একজন হত্যা, ডাকাতি, বলৎকার অথবা দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছিল। চলতি বছর কিশোর অপরাধের হার আরো বেড়েছে।"

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান দুনিয়ার ধনী দেশ। ইহাই ঐ দেশের একমাত্র পরিচয় নয়। বিদ্যাবুদ্ধিতে ও সবার সেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায়ও অপ্রতিহত গতি। এসবের বলে দেশকে তারা প্রাচুর্য্যে ভরে তুলেছে, সর্বাধুনিক ভাবে গড়ে তুলেছে। ধনদৌলত, খাদ্যসম্ভার, স্বাস্থ্য সুখ কোনটারই তাদের অভাব নেই। তারা সাগর হতে মহাসাগরের গহীনে প্রবেশ করেছে, আকাশ হতে মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছে। চাঁদের দেশে গিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি। অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহে যাওয়ারও ব্যবস্থাদি করছে। তাই স্বতই প্রশ্ন জাগে ঐ দেশে লাখ লাখ মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে কেন? ধনদৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন মানুষের নৈতিক জীবন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে? এখানে অভাবে স্বভাব নষ্টর কথা বলা চলে না। প্রাচুর্যেইত স্বভাব নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং মানুষের নৈতিকতা বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, ধনদৌলত ছাড়াও অন্য কিছুর একান্ত প্রয়োজন।

এই জন্য কিছু হলো ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে নিখুঁত আদর্শ গ্রহণ। এবং খোদাপ্রেম ও আন্তরিকতাসহ সক্রিয়ভাবে ঐ আদর্শের অনুসরণ। খোদা-প্রেম ও আন্তরিকতা না থাকলে আদর্শের নামে মোনাফেকাত চলতে থাকে। তাতে আদর্শের রূপায়নই ব্যর্থ হয় না বরং এর অপব্যবহার প্রকট হয়ে ওঠে অপরদিকে সক্রিয় না হলেও কোন আদর্শ চালু হতে পারে না। বস্তুতঃ সামাজিক জীবনে এসবের অভাবই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অপরাধ প্রবনতা বাড়িয়ে তুলেছে। আদর্শ হীনতা সবদেশ, সব জাতির জন্যই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে। যুক্তরাষ্ট্রকে এই পুতিগন্ধময় পরিবেশ হতে উদ্ধার পেতে হলে নিখুঁত আদর্শ আকড়ে ধরতে হবে।

অন্যান্য জাতির বেলাতেও কথাটি পুরাপুরি খাঁটে। অন্য কথায় বলা যায় নৈতিক অন্ধকার হতে মানবতাকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

★

খোদ্দামদের প্রতি

মতিউর রহমান

খোদার দেওয়া রূপ যেখানে
লোপ পেয়েছে পেয়ে ঘা,
রে মানুষ তুই, প্রত্যাঘাতে
সে রূপ ফুটায়ে যা,
দ্বন্দ্বে মেতে অন্ধ মানুষ
ভাঙ্গছে সুন্দর সৃষ্টিরে
তুই কি অন্ধ, বন্ধ ঘরে
হাসবি শুধু মিষ্টিরে।
"আশরাফুল মখলুকাত" এই
সৃষ্টির সেরা মানব জাতি,
জিন্নাতেরই ছদ্ম বেশে
ইইবে শেষে আত্মঘাতি।
মর্ত্তলোকে করত যারা
ধ্বংশ কর এই হানা-হানি
মানব মাঝে শুনছি আবার
সেই সুরেরই প্রতি-ধ্বনি।
ঊর্ধপুরে দোলছে ওরে
লক্ষ কোটি অগ্নিবান
পড়লে ছুটে বক্ষ পটে
করবে রক্ষা কে তোর প্রাণ।
প্রেমের মহান আদর্শকে
সামনে রেখে দুনিবার;
পূর্ণ কর তোর ওয়াদা আজি
চূর্ণ করি কু-সংস্কার !!

★

পবিত্র কুরআনের বাস্তব এবং স্থায়ী আদর্শ

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

আল্লাহ্‌তালা মানবতার পূর্ণ পরিণতিতে মানব-জাতির কাছে তৌহিদের পূর্ণ পরিচয় প্রদানের ইচ্ছায় পূর্ণ জ্ঞানকে জ্যোতিরূপে প্রকাশ করিয়া জ্যোতিকে বাক্যরূপ দান করিলেন। জ্যোতির আবরণে আচ্ছাদিত পবিত্র বাক্য সুরক্ষিত অবস্থায় নিয়া আল্লাহ্‌র আদেশে রুহুল কুদ্দুছ স্বর্গীয় জ্যোতির প্রভায় গগন ভুবন আলোকিত করিয়া মহাপ্রতাপে ধরনীতে অবতীর্ণ হন। ধরনীতে অবতীর্ণ হইয়া মানবতার পূর্ণতম আধ্যাত্মিক রূপ নিয়া মানবতার পূর্ণতম প্রতীক হযরত মুহাম্মদের (দঃ) পবিত্র দেলে জীবন সঞ্চারকারী পবিত্র বাক্য পরাক্রমশালী "অহি" রূপে অবতীর্ণ করেন।

আধ্যাত্মিকতার দীর্ঘ অমানিশার গভীর অন্ধকার যুগে মহিমান্বিত 'লাইলাতুল কদরে' আল্লাহ্‌র বানী বাহক হযরত জিব্রাইল ফেরেস্তা নাজেল হইয়া ক্রমান্বয়ে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর ধরে কুরআন অবতীর্ণ করেন এবং আল্লাহ্‌র এবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। পবিত্র দেলে সেই "অহির" ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং হৃদয়ে গভীর ভাব সৃষ্টি করিয়া বিস্তীর্ণ ও গভীর অর্থ বোধক অলংকার পূর্ণ মহান বাক্য সমষ্টি পুনঃ পুনঃ পাঠ করার যোগ্য পবিত্র কুরআন মধুর ঝংকারে সুললিত স্বর লহরীতে সৃষ্টির বিকাশের স্তর দুনিয়াতে প্রকাশিত হইয়া আসে।

আল্লাহ্‌তালা তাঁহার অসীম জ্ঞানকে বাক্যরূপে প্রকাশ করিয়া অতীব হেকমতে পবিত্র কুরআনে সসীম আকারে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন তিনি অসীম শক্তিতে অতি ক্ষুদ্রকায় দানা হইতে বিরাট বৃক্ষ সৃজন করিয়া পূর্ণ পরিনতিতে বৃক্ষকে পুনঃ ক্ষুদ্রকায় দানার মধ্যে সঙ্কুচিতভাবে সুরক্ষিত করিয়া থাকেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং অত্যন্ত কৌশলের অধিকারী।

আল্লাহ্‌তালা তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তব আকারে সক্রিয়ভাবে মানব জাতির কাছে তুলিয়া ধরার জন্য মানবতার পূর্ণতম প্রতীক রহমতুল্লীল আলামিন হযরত মোহাম্মদকে (দঃ) আদর্শরূপে অবতীর্ণ করেন। পবিত্র কুরআন হইল মৃত সঞ্জিবনীতে পরিপূর্ণ ঔষধালয়ের ন্যায়, যাহার ব্যবস্থাকারক হইলেন হযরত নবী করিম (দঃ)। পবিত্র কুরআনের বাস্তব রূপ বা আদর্শ হইলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ্‌তালা হযরত নবী করিমের (দঃ) জীবনের বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া কুরআনের মহান শিক্ষাকে প্রতিফলিত করিয়া দীন-হীন কাংঙাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাদশার জন্যও মহান আদর্শ ঠিক করিয়া দিয়াছেন। অপরদিকে তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ দ্বারা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী সাধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মিক উন্নতির সুউচ্চস্তরের নবী রসুলগণের জন্যও তিনি চিরস্থায়ী আদর্শ, মহান প্রতিনিধি ও পথ প্রদর্শকরূপে মনোনীত।

আল্লাহ্‌তালা তাঁহার অসীম জ্ঞান ভাণ্ডার পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়া পূর্ণ পরিনতিতে বৃক্ষের বীজের ন্যায় সমগ্র কুরআনকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" এই মহান বাক্য বা কালামের অর্থাৎ কলেমার মধ্যে সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন।

যাহার রূপ দিতে হইলে প্রথমে হয় আল্লাহর এবাদত বা দাসত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান—"আজান"। আজানের পর কল্যাণ লাভের জন্য আরম্ভ হয় ইসলামের নেতৃত্বাধীনে সমবেত ভাবে প্রার্থনার মহড়া। প্রার্থনার ভিতরে নির্ধারিত নিয়মে পাঠ করিতে হয় আল্লাহর পবিত্র আয়াত। জ্ঞাপন করিতে হয় কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বপ্রকার প্রশংসার একছত্র অধিকারী আল্লাহতালার প্রশংসা। প্রার্থনার ফলে দেহ মনের জড়তা, পাপজনিত দুর্বলতা, কালিমা ও গ্লানি বিদূরিত হইয়া যায়। দেহ ও মনের নূতন উৎসাহ উদ্যম, কর্ম প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুদ্ধির রাস্তা উন্মুক্ত হইয়া যায়। জ্ঞানের উদয় ও সত্যের জ্যোতির আবির্ভাবে বিবেকের রূপ অন্তঃচক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াভাল মন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। নবীর মহান আদর্শের উপর প্রার্থনা প্রতিষ্ঠিত হইলে দোয়া কবুলিয়তের ভিতর দিয়া আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সত্যিকার সন্ধান, বিশ্বাস ও "মেরাজ" লাভ হইয়া থাকে।

কুরআনের বাস্তব রূপ হইল হযরত মোহাম্মদের (দঃ) পবিত্র জীবন। আঁ হযরতের কার্যাবলী একত্রিত হইলে সৃষ্টি হয় কুরআন। আর কুরআনকে বিশ্লেষণ করিলে রূপ ধারণ করে "প্রশংসিত নবী" মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি হইলেন মানবতার পূর্ণতম বিকাশ। তিনি হইলেন অসাধারণ শক্তিশালী স্বচ্ছ আয়না স্বরূপ। যাঁহার কার্যাবলী, ব্যক্তিত্ব ও পবিত্র চরিত্রের জ্যোতির মোকাবেলায় সর্ব প্রকার প্রশংসার মালিক আল্লাহকে দর্শন করা যায়। তবে পবিত্র আত্মা ছাড়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়ার উপায় নাই। আল্লাহ্‌র জ্ঞানে জ্ঞানী ও প্রেমিক বান্দা ছাড়া অপরের পক্ষে তাহাকে দর্শন করিবারও কোন অহিত কারণ নাই। আল্লাহ্‌র প্রেমিক নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তালা গভীর হেকমতের সহিত পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন, "হে মুহাম্মদ, কাফেরগণ তোমাকে দেখিতে পায় না।" বাহ্যিকভাবে কাফেরগণ হযরত মুহাম্মদকে (দঃ) দেখিতে পাইত না। তাহা নহে। তাহারা মুহাম্মদকে দেখিয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেমিক, মানব দরদী আল্লাহর পক্ষের সুসংবাদ ও সতর্কবাণী প্রদানকারী নবীরূপ মুহাম্মদকে (দঃ) দেখিতে পায় নাই। তাহারা চিনিতে পারে নাই অতিথি পরায়ন, সৃষ্টির সেবায় উৎস্বর্গ-কৃতপ্রাণ, প্রাণের শত্রুকে হাসি মুখে ক্ষমাকারী, ধৈর্য্যশীল সাধক, মানব দরদী, আল্লাহ্‌র প্রেমিক, সত্যবাদী, পরদুঃখ কাতর, ন্যায়-পরায়ন কর্ম্মী, আদর্শ নেতা, করুণা ও শান্তির প্রতীক, বিশ্ব-মানবের মহান প্রতিনিধি ও আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত নবী হযরত মুহাম্মদকে (দঃ)। নবীর শিক্ষা এবং আদর্শের ভিতর দিয়া নবীকে প্রত্যক্ষ করা যায়। নবীর শিক্ষা ও আদর্শের অনুগমন ও অনুশীলন দ্বারা নবীর সঙ্গে গভীর ভাব পরিচিত হওয়া যায়। নবীর শিক্ষা ও আদর্শের অনুশীলন ও যোগ্যতার তারতম্যানুযায়ী মুমীনের দরজা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে তাঁহার মহান আদর্শের ছাপ পূর্ণভাবে অংঙ্কিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে রসুলুল্লাহ্‌র জীবনের অনুরূপ দৃশ্যাবলী অবলোকনের উপায় রহিয়াছে।

★

আমি কি ছোট?

মোঃ ফজল ই এলাহী

ছোট মনের ছোট কথা
ফুটে "ছোটদের পাতায়,"
ছোট শিশুর ছোট লেখা
বিশ্বকে জাগায়।
ছোট বলে ঘৃণা করে
বড় ছেলের দল।
ছোটরা যদি "আল্লাহু আকবর" না বলে
কোথায় পাবি বল্।
ছোটই একদিন হবে বড়
ভুবন করবে জয়,
কোরান নিয়ে এগিয়ে যাবে
মানবে নাকো ভয়।
আয়রে জামাতের ছোট বোনেরা
আয়রে ছোট ভাই,
সর্ব বিশ্বের ঘরে ঘরে
ইসলামের দীপ জ্বালাই।
মরণ বরণ করেও মোরা
"ভ্রান্তবাদকে" ভাঙ্গব,
ইসলাম বিরোধীর রক্তের উপর
শান্তির ঝাণ্ডা তুলব,
সারা ধরিত্রী সাড়া দিবে
যেদিন নবীর ডাকে
বিশ্বপালন কর্তা সেদিন
কোলে নিবে ছোটকে।
আমি ছোট বটে, কিন্তু
বড় আমার কাজ,
সবাইকে করে আহ্‌মদী
সাজবো মরণ সাজ।
ছোট হলেও জেনে রেখো
সাহস আমার বড়,
আমার ভয়ে সারা নিখিল
হবে জড় সড়।
ছোটদের পাতায় কি লিখব আর
শোনেন "ভাইজান,"
ছোটদের পাতায় লিখে কিছু
শান্তি পেল প্রাণ।

★

সংবাদ

(১)

রাবওয়া হতে দৈনিক পত্রিকা আলফজলের মাধ্যমে জানা গেছে যে, হযরত আকদাস আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ্ সালেস (আইঃ) কিছুটা রুগ্ন হয়ে পড়েছেন।

বন্ধুগণ প্রিয় ইমামের রোগমুক্তি, পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য আল্লাহ্তায়ালার দরগায় দোওয়া জারী রাখবেন।

(২)

বিগত ২৬, ২৭, ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ ইসাব্দে জমাতে আহ্মদীয়ার বার্ষিক বিশ্ব সম্মেলন জমাতের কেন্দ্র রাবওয়ায় অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়।

এ সম্মেলনে দেশ ও বিদেশ হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

অবিরাম দোয়া ও জিকরে এলাহীর মধ্য দিয়ে পরম আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মহব্বতের পরিবেশে এ তিনটি বা বরকত দিবস অতিবাহিত হয়। তাহাজ্জুতের নামাজও বা-জমাত অনুষ্ঠিত হয়।

তিন দিনের সভায় নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী জমাতের রব্বানী আলেম ও বিজ্ঞ মনীসীগণ ব্যতীত জমাতের ইমাম হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সালেহ্ (আইঃ) বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, ইসলামের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা, নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও উচ্চতম মর্য্যাদা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক সূক্ষ্ম তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

এতদব্যতীত একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে বিশ্বের ৫০টি বিদেশী ভাষায় জমাতের মোবাল্লেগগণ ও বিদেশ হইতে আগত আহমদীগণ বক্তৃতা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে—পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, নায়েবে আমীর আনোয়ার আহ্মদ কাহলুন সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা জাফর আহম্মদ সাহেব ছাড়াও সুন্দরবন, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জমাত হইতে অনেক আহ্মদী ভাই এ-সম্মেলনে যোগদান করেন।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) এর নির্দ্দেশানুক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাদেশিক আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবকে পবিত্র কোরাণ শরীফের বাংলায় তরজমা ও তফছিরের জন্য রাবওয়ায় অবস্থান করিতে হয়। তিনি বর্তমানে কিছুটা অসুস্থ রহিয়াছেন। জামাতের সকলকে তাঁহার আরোগ্য এবং পবিত্র কোরানের বাংলা তফছির ও তরজমার কাজ সুসম্পাদনের জন্য দোয়া জারী রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৩)

দূর্গরামপুর জমাতে আহ্মদীয়ার ৬ষ্ঠতম সালানা জলসা (বার্ষিক সম্মেলন) বিগত ২৪, ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭০ ইসাব্দে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া ও অন্যান্য জমাত হইতে বহু আহমদীগণ জলসায় যোগদান করেন। স্থানীয় জনসাধারণও এ জলসায় শরীক হন। মোট ৬টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। বর্তমান বিশ্বসমাস্যবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিভিন্নদিক আলোচনা করিয়া জলসায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন মাওলানা রাজা নছির আহ্মদ (মুরুব্বী চট্টগ্রাম) মৌলবী আহমদ ছাদেক মাহমুদ (মুরুব্বী ঢাকা) মৌঃ ছলিমুল্লাহ (মুরুব্বী ময়মনসিংহ) জনাব শামসুর রহমান সাহেব, বার-এট-ল, জনাব গোলাম ছামদানী খাদেম, এডভোকেট, জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, জনাব সালাহ্উদ্দিন খন্দকার, জনাব মতিউর রহমান সাহেব ঢাকা, ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব ও আরও অনেকে।

জলসায় লাউডস্পীকারের সুব্যবস্থা ছিল। মেয়েরাও বা-পর্দা ব্যবস্থাধীনে এ জলসায় শরীক হন।

(৪)

জনাব আহমদ তৌফিক সাহেব বিগত ১৭ (সুলেহ্) তারিখে হজ্জ পালনের জন্য ঢাকা হতে বিমানযোগে করাচী রওনা হন। তাঁর জন্য বন্ধুগনের নিকট দোয়ার আবেদন রইল যেন আল্লাহতায়ালা তাঁর হজ্জকে কবুল করেন এবং যেন সিলসিলার খেদমত করার তাকে বেশী বেশী তৌফিক দান করেন (আমিন)।

(৫)

এবার ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়াকে তার ভাল কাজের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিস "সনদে ইমতিয়াজ" প্রদান করেন। আল্লাহ্তায়ালা যেন ইহা সকলের জন্য বা বরকত করেন; (আমিন)।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran. with English Translation		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
কিসতিয়ে নূহ ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	Rs. 1·25
Islam and Communism	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 0·62
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 1·00
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
তফসীরে সাগীর ঃ	মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	Rs. 23·75
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	,,	Rs. 0·50
Karachi Majlish Khuddamul Ahmadiyya Souvenir		Rs. 3·00

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.